ঢাকার খোলা রূপ

মালবিকা ঘোষ

বাংলাদেশ পর্যটন দপ্তরের আহবানে বিখ্যাত কবি সালেম সুলেরির 'সাদা কালো' ফোরামের আমন্ত্রনে প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা **'সমান্তরালের'** স্রষ্টা কবি ও আবৃত্তিকার শ্রী ভাস্কর দেবের তত্ত্বাবধানে জনা চল্লিশেক শিল্পী ও গুণীজনের বাংলাদেশ ভ্রমণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল। ওখানে যাওয়ার একটা সুযোগের জন্য আমার স্বামী খুবই উদ্গ্রিব হয়েছিলেন যদিও আমি নিজে তেমন করে কখনও কিছু ভাবিনি। ইদানীং আমার শরীরটা বিশেষ ভাল থাকছিলনা। বাংলাদেশ ভ্রমণের এরকম একটা দুর্লভ সুযোগ এর কথা একটু প্রকাশ হতে না হতেই নানা জন নানা মতামত জানাতে লাগলো , তার মধ্যে আমি যে আজকাল খুব একটা সুস্থ থাকছিনা সেটাও কেউ কেউ মনে করিয়ে দেন। কিন্তু কিছুতেই দমাতে পারলেন না। আমাদের পাসপোর্ট গুলো এই প্রথম ব্যবহার করে সবচেয়ে নিকটের বিদেশ বাংলাদেশ' এ যাওয়া স্থির করে ফেললাম। ২৩ শে সেপ্টেম্বর , ২০০২ এর সকাল ৭ টায় সল্টলেকের করুণাময়ী থেকে শ্যামলী সৌহার্দ্য বাসে চড়ে যাত্রা শুরু । দলের অধিনায়ক শ্রী ভাস্কর দেবের স্ত্রী-কন্যা সহ আমরা ৪০ জন শিল্পী ও গুণগ্রাহী সমেত চলেছি। তখনও পর্যন্ত কেউ কাউকে চিনি না। কারুর পরিচয় জানি না। সাধারন বাসের যাত্রীর মতোই ভাবনা নিয়ে চলেছি। আমাদের মত আরও কয়েক জোড়া বয়স্ক দম্পতি ছিলেন। সকলেই চলেছি এক অজানা কৌতুহল , আনন্দ ও আগ্রহের টানে। গাড়ী চলা শুরু করতেই সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটি খাবারের প্যাকেট ও ১টি করে বিশুদ্ধ জলভর্ত্তি বোতল পেয়ে আরও নিশ্চিন্ত হয়ে সীটে বসলাম। যথা সময়েই বাস দু- দেশের সীমান্তবর্ত্তী চেক্ পোষ্ট বেনাপোল এ এসে পৌঁছতেই বাস থেকে নেমে আমার স্বামী ও আমি আমরা দুজন একটু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছি তখনই আমাদেরই এক সহযাত্রিনী কাছে এসে বললেন , ' আপনাদের টাকার ঝামেলা মিটেছে ? আমি তো অবাক , আমার টাকা- তার আবার ঝামেলা কিসের ? অভিজ্ঞ মহিলা, আমার চাউনি দেখেই বুঝে গেছেন , এবার আরও কাছে এসে বললেন ,' ইন্ডিয়ান টাকা বাংলাদেশী টাকার একচেইঞ্জ করে নিয়েছেন ? বুঝলাম অনভিজ্ঞতার ফসল ফলতে শুরু করেছে। কথাটা শোনা মাএই আমার স্বামী অন্যদের সাথে টাকার ঝামেলার কাজটা মেটাতে ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন। আমি গাড়ীতে এসে বসলাম। যাত্রী সকলের এই মুদ্রা-বিনিময়ের কাজটা শেষ হতেই গাড়ী আবার চলতে শুরু করে কিছুক্ষণ বাদেই আরেক জায়গায় একটি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াতেই সবাই দল নেতার নির্দেশ মতো নেমে হাত ধুয়ে এক একটি টেবিল দখল করে বসে পড়লাম। হোটেলের ম্যানেজার দেখলাম খুব খুশি ও আগ্রহী আর কর্মচারীরা ও বেশ তৎপর । এক একটি টেবিলে ৪ জন করে বসেছি। সবাই এক পরিবার বা পরস্পরের পরিচিতি নয়। ৪ ডিস্ ভাত, ১ ডিস্ ডাল ও ১ ডিস্ তরকারী দিয়ে বেয়ারা বলে গেল ৪ জনের খাবার। পরিমাণ যা ছিল দুজনের হলেই ঠিক হতো এটা ৪ জনের হওয়া

খুবই কষ্টকর। কিন্তু করার কিছুই নেই। এভাবেই খাওয়ার পাট চুকলো। আবার যাত্রা শুরু। দলনেতা ভাস্করের নির্দ্দেশ ছিল বয়স্করা বাসের সামনের দিকের সীটে বসবেন আর অন্যরা পেছনে। প্রথম দিন যে যেখানে বসবে সেই সীটই তার বরাবর থাকবে। ভাস্কর নিজেও পরিবারসহ পেছনের দিকে বসেছে অনেক সময়। সুতরাং খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ, তাপানুকুল বাস, ভাল রাস্তা-ঘাট,আরামপ্রদ সীট , গাড়ীর স্বচ্ছন্দ গতি, কোন কাজ নেই, চিন্তার তাড়ানা নেই,দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ নেই, নেই কোন টেনশন পুরম নির্ভরতায় ভাস্করের দায়িত্বে ও তত্ত্বাবধানে নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলেছি আমরা। উপস্থিত সবার বিশেষ করে বয়স্কদের চোখে মুখে বেশ একটা স্বস্তির ভাব মনে হলো অন্তত: আমার কাছাকাছি যারা বসেছেন তাদের দেখে। বুঝলাম বাড়ীতে থাকলে নানা কাজ, কর্ত্তব্য বা চিন্তার তাড়না থাকে আপাতত: এটা এখানে অনুপস্থিত। বুঝিবা তার জন্য দেখলাম এখানে পাশে বসা বয়স্কা স্ত্রী স্বামীর কাছে দিনের আলোতেও অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ও একান্ত হয়ে নিশ্চিন্তে হাসি মুখে আবদার সুলভ মৃদু আলাপনে ব্যস্ত আর স্বামীও যেন তাল মিলিয়ে বেশ দিল খোলা মেজাজে স্ত্রীর প্রতি বিশেষ মনোযোগী–যা নাকি বাড়ীতে আর ৫ জনের সামনে ক্বচিৎ দেখা যায়।

আমাদের সব দেখার সুযোগ দিয়েই ধীরে ধীরে গাড়ী তার নিজস্ব গতির চে' কম গতিতে চলছে যশোর রোড ধরে। দু-পাশের গাছ-পালা, বাগান, শ্যামলীমায় মধুর স্বাভাবিক সবুজ সৌন্দর্য্যে ভরপুর প্রকৃতি, পাখীদের কাকলি পূর্ণ লীলাক্ষেত্র–এসব তো প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু আজ এত ভাল লাগছে মনে হচ্ছে এতটা দৃষ্টি নন্দন তো কখনও দেখিনি। ভাল লাগছে। শুধু ভাল লাগছে তাকিয়ে থাকতে। কারুর সাথে কোন কথাও বলতে ইচ্ছে করছে না। কেউ বলছেও না। দেখলাম সবারই দৃষ্টি বাইরের দিকে। দু-ধারের অসংখ্য ক্ষেত-খামার, ছোট বড় খাল-বিল, নতুন গড়ে ওঠা কিছু জন-পদ পেড়িয়ে এসে হঠাৎ শুনলাম পদ্মা নদীর কাছে এসে গেছি। আমাদের বাসটা একটি বড় আকারের বার্জেও ওপর উঠে গেল। যাত্রীসহ আরও ২/৩ টে বাস কোলে করে নিয়ে বার্জটা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের বিরাট পদ্মা নদীটা পাড় করে দিল। এভাবে কিছুক্ষন চলার পর সন্ধ্যা নামলো সাথে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, সবুজ অনেকটাই হারিয়ে গেছে। বৃষ্টির মধ্যেই বাস ছুটে চলছে। মাঝে মাঝে শুধু আলো আধারে সাজানো দোকান পসরা আর নানা রকম বাড়ি ঘর দেখা যাচ্ছে। কিছুটা সময় এরকম চলতে চলতে হঠাৎ গাড়ী থমকে দাড়ালো শুনলাম এসে গেছে ঢাকা। উত্তেজনায় বাসের মধ্যে ৪০ জন যাত্রী দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাইরে তখনো বেশ বৃষ্টি। সামান্য আলোতে ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে আগে থেকে ঠিক করে রাখা কাছাকাছি ৩/৪ টা হোটেলে আমরা ভাগাভাগি করে উঠলাম। রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম।

সকালে ৭ টায় বাস এলো আমাদের নিতে। এবার সুষ্ঠুভাবে আসল ঢাকা দেখার সুযোগ পেলাম। প্রথমেই শহীদ মিনারে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হল ঢাকা দেখা। এক এক করে পার্লামেন্ট ভবন, শহীদ জিয়াউর রহমানের মাজার, ইউনিভার্সিটি, নজরুলের

সমাধি, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের ধানমন্ডির সেই বাড়ী যেখানে তার জীবনের বিষাদময় পরিণতির নানা চিহ্ন প্রমান নিয়ে রাজসাক্ষীর মত দাড়িয়ে আছে।

আমাদের সাথে ২/৩ জনের মধ্যে কবি তারেক মেহমুদ সঙ্গী ছিলেন। সর্বক্ষণ বয়স্কদের প্রয়োজনে হাত ধরে তোলা বা নামানো, প্রত্যেকটা নতুন জায়গার পরিচয় ও তার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া, বাচ্ছাদের নানা আবদার মেটানো সবই চলছিল হাসি মুখে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ঢাকা অর্থাৎ বাংলাদেশের যেসব রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ী চলছিল সেখানে কোথাও নোংরা আবর্জনা, পলি-প্যাকের বিন্দু মাত্র অংশ মেশানো পরিবেশ বা মাটি দেখতে পাইনি। সচল জলাশয়গুলো তির তির করে বয়ে চলেছে কোথাও থমকে দাঁড়িয়ে নেই। ধোঁয়া, ধুলো, গ্যাসপূর্ণ পরিবেশ অন্তত: সেদিন আমি দেখতে পাইনি। দুপাশে গাছপালা সজীবতায় পূর্ন প্রাণবন্ত খোলা মেলা স্বাধীন ও সজীব রূপ নিয়ে বাংলাদেশ সানন্দে সাগ্রহে আমাদের আহ্বান ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে যেন বাংলাদেশের অসামরিক বিমান ও পর্য্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন ঠিকই বলেছেন বাংলাদেশের প্রকৃতি, জল-বাতাস, মানুষজন সারা পৃথিবীকে সমাদার অভ্যর্থনা করতে জানে। প্রকৃতি এহেন রূপে মুগ্ধ হয়ে আমারও মনে হয়েছে কথাটা মিথ্যে নয়।

২৪সে সেপ্টেম্বর বিকেলে ঢাকা নিউজ ব্যাঙ্ক অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশের কবি সালেম সুলেরি সহ বিশিষ্ট কবি লেখক, পর্যটনমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা আমাদের সবাইকে সাদরে আমন্ত্রণ করে হৃদ্যতাপূর্ণ শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজেরা কিছু কিছু বক্তব্য রেখে মঞ্চ ছেড়ে দেওয়ার পর আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হলো। এবার একেক জনকে নাম ধরে ডাকার পর তিনি মঞ্চে সে তাঁর প্রতিভার নিদর্শন দেখাতে থাকলে আমি ও আমার স্বামী তো অবাক। নাচ, গান, আবৃত্তি, কৌতুক ও কবিতা পাঠে একেক জন এক এক দীকপাল, কে কার চেয়ে ভাল তা বলা বেশ মুস্কিল। এত গুণীর সমাবেশে এক সঙ্গে বাসে এলাম একটুও তো বুঝতে পারিনি। এবার ডাক পরলো আমার। আমি দুরু দুরু বক্ষে মঞ্চে উঠে স্ব-রচিত কবিতা বলা শেষ করে দীর্ঘায়িত হাত তালির মধ্যে নিজের আসনে ফিরে এসে বসলাম আর বসতে না বসতেই এদিক ওদিক থেকে মুখ আমার কাছে এসে বলতে থাকলো, খু-ব খু-ব ভাল বলেছেন, দারুন বলেছেন। দুদিন ধরে দেখছি, কথা বলছি। আপনাকে দেখে তো বুঝিনি এত গুণী। মনে মনে আনন্দ ও তৃপ্তি পেলাম। ওদের সম্বন্ধেও যে আমার একই বক্তব্য তা আর বোঝাবো কাকে। সেদিন অনুষ্ঠান শেষে বিরিয়ানির প্যাকেট নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন ২৫শে সেপ্টেম্বর গাড়ী চললো চট্টগ্রাম। দীর্ঘ পথ। চারিদিকের নয়নাভিরাম সব দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। এরই মধ্যে আমাদের যাত্রার প্রথম পর্বে আমাদের এক সহযাত্রী বিশিষ্ট প্রকৃতি বিশারদ ড: সরোজ রায় তাঁর কর্ম জীবনের প্রকৃতি ও প্রকৃতি দূষন সম্বন্ধীয় কিছু কিছু মূল্যবান উপলব্ধির কথা প্রাঞ্জল ভাষায় অনর্গল বলে গেলেন। তাঁর সহজাত সরস বাচনভঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ। মধ্যমগ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'প্রকৃতি নিকেতন এ আমাদের সবাইকে সদলবলে দেখতে যাওয়ার নিমন্ত্রন জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতার ইতি টানেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত বন্দর শহর চট্টগ্রামে এসে হোটেলে রাত কাটিয়ে পরের দিন ২৬ শে সেপ্টেম্বর সকাল বেলা গাড়ী ছুটলো আমাদের নিয়ে কক্সবাজার। চট্টগ্রাম আর কক্সবাজারের পথে জায়গায় জায়গায় পাহাড় , গাছপালা, নদী, জলাশয়, বন, সমুদ্র, ঝাউবন সবই সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর। এখানে এসে বিশিষ্ট শিল্পী অনিতা রায়কে আমরা সঙ্গী হিসেবে আর পাইনি। তবে বাংলাদেশ সফর কালে সর্বদাই সহাস্যমুখী, তাঁর পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত পোষাক ও ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। এমন গুণীজনকে কাছে পেয়ে আমার ভীষণ ভাল লেগেছিল।

কক্সবাজারের সমুদ্র তট আমাদের সহজেই পুরোনো দীঘার কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে এখানকার সুদীর্ঘ সমুদ্রতটের বিশেষ খ্যাতি আছে। কক্সবাজার সফর সেড়ে চট্টগ্রাম হয়ে ২৭ শে সেপ্টেম্বর পুনরায় দুপুরে ঢাকা পৌঁছেই শুনলাম এক্ষুনি বিশ্রাম নিয়ে বিকেল ৪টায় আমাদের বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে। এবার আমি প্রায় ক্ষেপেই গেলাম। নির্দেশ বাহককে বললাম আপনাদের পরিকল্পনা ও ইচ্ছে অনুযায়ী এযাবৎ ঘুরেছি চলেছি এবার অন্তত: কিছুটা সময় ও সুযোগ দিতে হবে স্বাধীনভাবে চলার।" উনি বললেন, 'একদম সময় নেই, কোথায় যাবেন'? আমি বললাম, 'আমি আমাদের খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য বরাদ্দ করা সময়টুকুর মধ্যেই ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে মাকে দর্শন করে পূজো দিতে চাই। কালতো সকাল ৭টাতেই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। ঢাকায় এলাম। ঢাকেশ্বরী মাকে দর্শন না করে যেতে ভাল লাগছেনা'। উনি রাজী হলেন। যথারীতি মাকে দেখে পূজো দিয়ে ঢাকায় বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্থলে এসে দেখি বর্নাঢ্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পর্বে একে একে বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট নানা গুনীজনের বক্তব্য

শেষে আমাদের গ্রুপের অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে। আজ সবার প্রথমেই ডাক পেয়েছে মালবিকা ঘোষের স্ব-রচিত কবিতা পাঠের জন্য। আমি মঞ্চে উঠে কবিতা বলে নেমে এলাম হাত তালি শুনতে শুনতে। এর পর এক এক করে আমাদের অন্য শিল্পীদের ডাক পড়ল। শিল্পীরাও যে যার পারফরমেন্স এ তার সবচাইতে ভালটুকু তুলে ধরতে সচেষ্ট হলো। এবং ফলে চমৎকার ভাবে অনুষ্ঠান এগোতে লাগলো। আবৃত্তি, কবিতা পাঠ, কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্য কত কি ছিল অনুষ্ঠানে। বেশ কয়েকজন শিল্পীর কাজ খুবই উচু মানের হয়েছিল। এর মধ্যে একটি মেয়ে কি সুন্দর কবিতা বলল তা কি আর বলবো। আর একটি বাচ্চা মেয়ে সৌরভ গাঙ্গুলীর স্ত্রী ডোনার ছাত্রী নীলাক্ষী মাইতির অপূর্ব নাচ এপার- ওপার বাংলার সবাইকে মুগ্ধ করেছে। অনুষ্ঠান প্রায় সমাপ্তির পথে।

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সাংস্কৃতিক পর্বের এরূপ মধুর সমাপ্তি শেষে এবার এল নিদারুণ সেই বিদায় নেবার পালা। পরের দিন আমরা ফিরে আসছি। ভোর ৭টায় গাড়ী ছাড়বে। সুতরাং করার কিছু নেই। এখন মনে হচ্ছে বড্ড তাড়াতাড়ি সময় শেষ হয়ে গেল। একান্ত আপন জনের বিয়োগ ব্যথায় মানুষ যেমন কাতর হয় তেমনি মনে হচ্ছে সবার। ওপার বাংলার মানুষেরা শুভেচ্ছা জানিয়ে করমর্দন কালে হাত যেন ছাড়তে পারছিলেন না। যেন ‘ যেতে নাহি দিব ’ এমন অভিব্যক্তি ফুটে উঠছিলো সারা শরীর আর মনের ভাষায়। আর আমাদেরও তেমনি মনের অবস্থা যেন এই বিয়োগ ব্যথা সহ্য করা অসম্ভব ,তাই ‘ আবার আসিব ফিরে ’ এমনই অভিব্যক্তি বুঝলাম (পাসপোর্ট ধারীরা)। উপস্থিত ঢাকার মানুষজনেরা হৃদয়টাকে কিন্তু একেবারে ঢেকে রাখতে পারেনি, তেমনি আমাদের মনটি ও ওদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে পারিনি– সবাই সবাকার হাত ধরে শুধু বলেই চলেছি আবার আসব। ‘ আবার দেখা হবে’। কবে হবে কোথায় হবে কিছুইজানা নেই। কিন্তু একথা না বলে কোন তরফের কেউ শান্তি পাচ্ছিলাম না। সেই মুহুর্ত্তে কথাবার্তা, ভাবনা-চিন্তা, শ্রদ্ধা ভালবাসা সব যেন করমর্দনের সাথে সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। একটুও মনে হয়নি মাত্র ৫/৬ দিনের আলাপ পরিচয় মাত্র। ভাললাগা, ভালবাসা, বিচ্ছেদে কাতর– একই রকম অনুভূতিতে লীণ আমরা আর ওরা – এতে কোন রকম পার্থ্যকই নজরে পরেনি। রীতিমত কষ্ট করেই হাত ছেড়ে সবাই হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন ভোর ৭টায় আমাদের গাড়ী ছাড়লো। ফিরে যাচ্ছি ‘ আপন কুলয় ’। কিন্তু বিষন্ন চিত্তে মনে হল যেন এসেছিলাম অজানা-অপরিচিতকে জানার কৌতুহল নিয়ে ফিরে যাচ্ছি একান্ত পরিচিত আপনজনকে রেখে। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে সব মন যেন একাকার হয়ে গেল। ফিরে যেতে যেতে মনে হলো এত মন ভরা ভালবাসা,এত পরমাত্মীয় সুলভ অনুভূতি , দর্শনে, কথনে, করমর্দনে এত শান্তি এত আস্থা– এত সব ভালর অস্তিত্ব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে উট্‌কো অশান্তি আসে কোথা থেকে?

মালবিকা ঘোষ, নিউ আলীপুর, কোলকাতা